যুগান্তর

তারিখ 14 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

# কোচিং সেন্টারগুলোর জন্য শাপেবর ক্ষতির আশংকায় বেসরকারি কলেজ

যুগান্তর রিপোর্ট

চলতি বছর এমবিবিএস কোর্সে (২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ) ভর্তি পরীক্ষার বিলম্বিত ২৩ নভেম্বরের স্বাস্থ্য অধিদফতরের ঘোষণায় অর্ধশতাধিক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ দুশ্চিন্তায় পড়েছে। এই ভর্তি পরীক্ষা সাধারণত সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এবার বিলম্বে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণায় ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী না পাওয়ার আশংকা করছে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো। তবে বিলম্বিত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণায় ভর্তি কোচিং সেন্টারগুলোর পোয়াবারো। রাজধানীসহ সারাদেশে ফের জমজমাট 'মেডিকেল ভর্তি কোচিং বাণিজ্য'। প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন না দিলেও পুরনো শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মোবাইল, ই-মেইল ও এসএমএসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আরেক দফা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে ভালো করে প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছে সেন্টারগুলো। একাধিক বিষয়ে নমুনা পরীক্ষাসহ সেন্টারভেদে প্যাকেজ কোর্স ফি বাবদ শিক্ষার্থীপ্রতি ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের শীর্ষ কর্মকর্তারা বলছেন, তাদের কাছেও এ তথ্য এসেছে। কিন্তু কোচিং সেন্টারগুলোর এ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোন এখতিয়ার তাদের নেই। তবে পরীক্ষার আগে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে র‍্যাব, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাকে কোচিং সেন্টারগুলোর প্রতি তীক্ষ্ণনজরদারি রাখার অনুরোধ জানাবেন। বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমসিএ) সভাপতি প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন যুগান্তরকে বলেছেন, তাদের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা না করে স্বাস্থ্য অধিদফতর পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা সবার আগে হতো। সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য

## এমবিবিএসে বিলম্বে ভর্তি পরীক্ষা

বেঁধে দেয়া নির্দিষ্ট সময়ের পর শিক্ষার্থীদের অনেকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতো। কিন্তু এবার সবার পরে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণায় শিক্ষার্থী না পাওয়ার ব্যাপক আশংকা থেকে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফ বলেন, চলতি বছর ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় বিলম্বের ফলে আগের বছরের মতো অক্টোবর মাসে পরীক্ষা নেয়ার সুযোগ ছিল না। অর্ধলক্ষাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে পাবলিক পরীক্ষার মতো বিশাল এ আয়োজন সাধারণত শুক্রবার ছাড়া করা সম্ভব হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়, ফুয়েটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আগে থেকেই শুক্রবার বুকিং দিয়ে রাখায় তারা নিরুপায় হয়ে ২৩ নভেম্বর ভর্তি পরীক্ষার দিনক্ষণ নির্ধারণ করেন। **বিপুল সম্ভাবনা কাজে লাগছে না** : দেশের ৫২টি মেডিকেল কলেজে ভর্তি নীতিমালা অনুসারে মোট আসনের শতকরা ২৫ ভাগ সংরক্ষিত কমবেশি ৫শ' আসনে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে গড়ে ২শ' কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। কিন্তু ভর্তি প্রক্রিয়ায় জটিল শর্তের কারণে নির্ধারিত আসন পূরণ হচ্ছে না। পাঁচ বছরের এমবিবিএস কোর্সে পড়াশুনার ভর্তি ফি, আবাসন ও বাবার খরচ বাবদ বিদেশী একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কলেজভেদে গড়ে ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার ডলার (বর্তমান বাজার মূল্যে টাকার হিসাবে কমবেশি ৪০ লাখ টাকা) আদায় করা হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনাময় বাজার থাকলেও বিদেশী শিক্ষার্থীর ভর্তির জটিল প্রক্রিয়ার কারণে নির্ধারিত আসনের সিংহভাগ ফাঁকা থাকছে। গত বছর ৫শ' আসনের মধ্যে মাত্র ২শ' আসনে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পেরেছে।